বিবৃতি

শহীদ কমরেড বাসবরাজ-এর প্রতি গভীর বিপ্লবী শ্রদ্ধা।
বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণী তোমাকে ভুলবে না।

(২৯ মে ২০২৫)

প্রকাশে ও প্রচারণায়

পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)

কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি

শহীদ কমরেড বাসবরাজ-এর প্রতি গভীর বিপ্লবী শ্রদ্ধা।
বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণী তোমাকে ভুলবে না।

গত ২১শে মে ২০২৫, সম্প্রসারণবাদী ভারত রাষ্ট্র ও গণহত্যাকারী ফ্যাসিস্ট নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ'র বি.জে.পি. সরকার কর্তৃক সামরিক অভিযানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাম্বালা কেশব রাও (বাসবরাজ) সহ ২৭ জন বিপ্লবীকে হত্যা করা হয়েছে। পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী), কমরেড বাসবরাজ সহ সকল শহীদদের সংগ্রামী জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানায়। একইসাথে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী), গণমুক্তি গেরিলা বাহিনীসহ ভারতীয় নিপীড়িত শ্রমিক, কৃষক, আদিবাসী, জাতি ও জনগণের এই বিপুল ক্ষতিতে আমরা প্রচণ্ড ব্যথিত। আমাদের পার্টি আন্তর্জাতিক দায়িত্ব হিসেবে কমরেড বাসবরাজ সহ ভারতের বিপ্লবের শহীদদের পরিবার, পার্টি ও সহযোদ্ধাদের প্রতি আন্তরিকভাবে সমবেদনা প্রকাশ করছে।

কমরেড বাসবরাজ বিভিন্ন গণসংগ্রাম, গণমুক্তি গেরিলা বাহিনী, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি-পলিটব্যুরো সদস্য ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আজীবন বিপ্লবী দায়িত্ব পালন করেছেন। একজন সফল মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী হিসেবে তত্ত্ব ও অনুশীলনের সার্থক সমন্বয়সাধন করেছেন। তাঁর এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় যে আজকের যুগে একমাত্র মাওবাদী মতাদর্শই সারাবিশ্বের নিপীড়িত-নির্যাতিত জনগণের মুক্তির মতাদর্শ এবং পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দালাল শ্রেণীসমূহের কবর রচনা করে মাওবাদী দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ-শ্রেণীসংগ্রামের পথেই জনগণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র-কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন-চীনসহ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর সারাবিশ্বে মার্কিনসহ সাম্রাজ্যবাদের একচ্ছত্র প্রভুত্ব কায়েম হয়েছে। কমরেড মাও সেতুং প্রণীত মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পতাকাকে সমুন্নত রাখতে সত্তর দশকের শেষদিক থেকে নতুনভাবে গড়ে ওঠা সারাবিশ্বের জনগণের মুক্তির যেসব লড়াই এই শোষণমূলক বিশ্বব্যবস্থাকে নাড়িয়ে দিচ্ছে তার মধ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)-এর নেতৃত্বাধীন দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শুধুমাত্র ভারতীয় জনগণের ভ্যানগার্ড নয়, আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ সিপিআই (মাওবাদী)। তার সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কমরেড 'বিআর' সহ সকল শহীদদের আত্মত্যাগের মূল্য অপরিসীম। এছাড়া ফিলিপাইন, তুরস্ক, পেরুসহ বিভিন্ন দেশে চলমান দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধেও কমরেডরা আত্মত্যাগের মধ্য-দিয়ে সারা দুনিয়ার জনগণের মুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

কমরেড চারু মজুমদার সহ বিপ্লবীদের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক নকশালবাড়ি আন্দোলনের লাল পতাকা দক্ষিণ এশিয়ায় দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের যে বিপ্লবী পথের সূচনা করেছিল, কমরেড বাসবরাজ তারই উত্তরসূরী। তিনি জনগণের সংগ্রামের বিস্তার ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ভারতের মতো আধাউপনিবেশিক-আধাসামন্ততান্ত্রিক দেশসমূহে সংসদপন্থী, সংস্কারপন্থী, শহুরে-অভ্যুত্থানপন্থী ও তথাকথিত নৈরাজ্যিক উত্তর-আধুনিক ধাঁচের বিচ্যুতিসহ বাম বিচ্যুতিমূলক সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শিক সংগ্রামই নয়, শ্রেণীশত্রু ও রাষ্ট্রের সকল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধে নিপীড়িত শ্রমিক-কৃষক-আদিবাসী ও পার্টি-কর্মীদের সাথে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে আমৃত্যু অংশগ্রহণের মধ্য-দিয়ে তিনি প্রকৃত কমিউনিস্ট নেতৃত্বের সত্যিকার চিত্র স্থাপন করেছেন। বি.জে.পি. তার ফ্যাসিস্ট-হিন্দুত্ববাদী জাত্যাভিমানকে কাজে লাগিয়ে ভারতীয় রাষ্ট্রকে আরও নিপীড়ক ও প্রতিবিপ্লবী-মতাদর্শিক যন্ত্রে রূপান্তর করেছে। সাম্রাজ্যবাদ ও বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থে নতুনভাবে বিস্তৃত সামরিকীকরণ করছে সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থাকে। শ্রেণীস্বার্থে মুনাফা ও লুণ্ঠনের সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য জনগণের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে ‘অপারেশন কাগার’ সহ নানা সামরিক অভিযান। একইসাথে মার্কিন, চীন, রুশ সাম্রাজ্যবাদের মদদপুষ্ট হয়ে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র দক্ষিণ এশিয়ার শ্রমিক-কৃষক, সাধারণ মধ্যবিত্ত, দেশপ্রেমিক, গণতান্ত্রিক জনগণ ও আদিবাসী ভিন্ন-ভিন্ন জাতির সাধারণ শত্রুতে পরিণত হয়েছে। ভারতের বিপ্লবী সংগ্রামকে যেভাবে পরিকল্পিত উপায়ে, একদিকে সামরিক দমন অভিযান চালিয়ে তার নেতৃত্ব ধ্বংস করে, আবার ধর্মীয় প্রোপাগান্ডাসহ নানা প্রলোভনের মধ্য-দিয়ে আত্মসমর্পণ, শ্রেণীশত্রুদের বাহিনী গঠন করে, ধ্বংস করা হচ্ছে, তেমনই মতাদর্শিকভাবে জনগণকে সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রতিবিপ্লবী কর্মসূচী শ্রেণীশত্রুরা পরিচালনা করছে। একই চিত্র পূর্ববাঙলাতেও। সাম্প্রতিক সময়ে পূর্ববাঙলাতে জনগণের নেতা কমরেড মোফাখখার চৌধুরী, কমরেড কামরুল মাস্টার, কমরেড মিজানুর রহমান টুটু, কমরেড তপন মাহমুদ সহ হাজারেরও অধিক বিপ্লবীদের রাষ্ট্র ‘ক্রসফায়ার’-এর নাটক সাজিয়ে হত্যা করেছে। পূর্ববাঙলার বিপ্লবী আন্দোলন-কৃষিবিপ্লবকে সমূলে উৎপাটন করার নীলনকশা বাস্তবায়ন করেছে- করছে। দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখলের পথকে ধ্বংস করতে সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ এবং তাদের দালাল আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিপতি-আধাসামন্তবাদী শ্রেণী পূর্ববাঙলাতেও প্রতিবিপ্লবী কর্মসূচী বাস্তবায়নে লিপ্ত আছে। তাই যাদের হাতে আমাদের শহীদদের, জনগণের মুক্তির অগ্রগামী সেনানিদের রক্ত লেগে আছে ও জনগণের রক্ত শোষণকারী এইসব শ্রেণীশত্রু ও তাদের রাষ্ট্রযন্ত্রকে আমরা উচ্ছেদ করবোই।

ভারতে কৃষিবিপ্লবকে কেন্দ্র করে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও-এর রণকৌশল, নকশালবাড়ির পথে বিপর্যয়ের পর সারসংকলন করে গোপন পার্টি গঠন, দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের পথে শূন্য থেকে গেরিলা স্কোয়াড গঠন, ক্রমান্বয়ে পিএলজিএ-তে রূপান্তর এবং ঘাঁটি অঞ্চল গঠনের লক্ষ্যে নানা উত্থান-পতনের মধ্য-দিয়ে বিপ্লবী কমিটি থেকে বিপ্লবী গণসরকার পরিচালনা, পার্টিকে মাওবাদী মতাদর্শে

দুই-লাইনের সংগ্রামের মধ্য-দিয়ে বিকশিতকরণ, যুক্তফ্রন্টের কার্যক্রমকে সশস্ত্র সংগ্রামের সাথে সংহতকরণের এই বিপ্লবী শিক্ষা আমরা বাসবরাজের সংগ্রামী জীবনে যা দেখতে পাই, তা থেকে বিপ্লবীদের শিক্ষা নিতে হবে।

কমরেড বাসবরাজের রক্ত থেকে নতুন বিপ্লবীদের জন্ম হবে। নিপীড়িত জনতার বিপ্লবী যুদ্ধ রোধ করার ক্ষমতা গণবিরোধী ভারত রাষ্ট্রের নেই। শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি, শ্রেণী নির্ভরশীলতা ও দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক, জনসাধারণের সাথে একাত্ম হওয়ার যে শিক্ষা শহীদেরা দিয়েছেন তা থেকে বিপ্লবীরা পিছ-পা হবেন না। সংগ্রামের উত্থান-পতন স্বাভাবিক ঘটনা। তবুও জনগণ বিজয় অবধি লড়াই চালিয়ে যাবে।

কমরেড বাসবরাজ— লাল সালাম! **ভারতের বিপ্লবের সকল শহীদ— লাল সালাম!**
সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ— নিপাত যাক! **নকশালবাড়ির শিক্ষা— অমর হোক!**
মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ— জিন্দাবাদ!

পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)

কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত

২৯ মে ২০২৫